গবেষণা-সন্দর্ভের সারবস্তু

ভূমিকা :

যবে থেকে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে থাকতে শিখেছে তবে থেকে সেই সমাজে উঁচু-নিচু, শাসক-শাসিত—এ বৈপরীত্য লক্ষ করা গিয়েছে। শুধু সামাজিক দিক থেকে নয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষমতা-বহির্ভূত এক শ্রেণি বরাবর সমাজের তলদেশে অবস্থান করেছে। এই বৃত্ত বহির্ভূত মানুষগুলিকে ১৯৮২ সালে সমালোচক রণজিৎ গুহ 'নিম্নবর্গ' বলে অভিহিত করেন। এক্ষেত্রে তাদের আমরা ব্রাত্য, দলিত, অন্ত্যজ, প্রান্তিক, অপর, অবতলজন যা-ই বলি না কেন, তাদের একছাদের তলায়, এক পরিভাষায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে 'সাবঅলটার্ন' বা 'নিম্নবর্গ' বলে। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' সমালোচনাতত্ত্ব মূলত পোস্ট-কলোনিয়াল স্টাডিজের অন্তর্ভুক্ত। বিশ শতকে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' অন্যতম। প্রাথমিকভাবে বলতে গেলে 'সাবঅলটার্ন' হল উপনিবেশের শোষিত মানুষ যারা মূলত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ভৌগোলিক দিক থেকে ক্ষমতার বাইরে অবস্থান করছে। আসলে উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদে বিশেষ করে যে দিকটি লক্ষ করা হয় সেটি হল স্বাধীনতার পর প্রাচ্যের দেশগুলিতে বিকাশের গতি প্রকৃতি। এখানে সমগ্র বিশ্বের আলোচনা স্থান পেলেও বিশেষ করে ভারতবর্ষ, চীন, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের ক্ষেত্রে বিশেষ আলোকপাত করা হয়। ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর প্রতিক্রিয়াগুলোর ওপর ভিত্তি করে ঔপনিবেশিকতাবাদ তত্ত্বটি গুরুত্ব লাভ করেছে। এই তত্ত্ববাদীরা অধিকাংশ সময় দেখিয়ে এসেছেন নিম্নবর্গের কোনো রাজনৈতিক সচেতনতা নেই। তাঁরা নিম্নবর্গকে দেখেছেন সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদী ইতিহাস কাঠামোর ভেতরেই। কিন্তু নিম্নবর্গের ইতিহাস-চর্চাকারীরা প্রমাণ করেছেন নিম্নবর্গের অস্তিত্ব, চেতনা, প্রভাব ও সীমাবদ্ধতাকে। সেক্ষেত্রে সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবর্গের সচেতনতা ও বিদ্রোহী রূপ ইতিহাসের পাতায় আমরা লক্ষ করেছি বারবার। এখানেই ঔপনিবেশিকতাবাদের সঙ্গে নিম্নবর্গের ইতিহাস-চর্চাকারীদের মত পার্থক্য, যেখান থেকে ১৯৮২ সালে নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহের প্রতিনিধিত্বে নতুন তত্ত্ব সম্বলিত 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ পায় যা পরবর্তীকালে নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একটি বাঁক তৈরি করে। নিম্নবর্গের ইতিহাস কোনো 'সাবজেক্ট' নয়, তা আসলে একটি পদ্ধতি। উচ্চবর্গের বিপরীতে তাদেরও রয়েছে নিজস্ব স্বকীয়তা, দাবি ও স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর যা নিম্নবর্গের

ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের জন্ম দেয়। নানা বিতর্ক ও সমালোচনার ভিত্তিতে সৃষ্টি করে এক নতুন তত্ত্বের।

যদিও 'নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা'-য় ক্ষমতার সম্পর্কসূত্রে নিম্নবর্গের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে আধিপত্য-অধীনতার ভিত্তিতে। যেমন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক মনে করেন, ঔপনিবেশিক শাসনে যে কোনো ধরনের অধীনতা ও ক্ষমতার সূত্রে নিপীড়িত অধীনস্ত যারা, তারাই নিম্নবর্গ। রণজিৎ গুহ মনে করেন, গরীব চাষি, প্রায় গরীব ও মাঝারি চাষি, নিরবিত্ত ভূস্বামী, হীনবল গ্রামভদ্র, সম্পন্ন মাঝারি কৃষক ও ধনী কৃষক, গরীব শ্রমিক, ক্ষেত মজুর, নিম্ন মধ্যবিত্ত গ্রাম ও শহরের গরীব জনতা, আদিবাসী ও নারীও নিম্নবর্গ। জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের মতে, অচ্ছুত, গৃহ ভৃত্য, নিরক্ষর অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, নারী, শিশু ও অসংখ্য প্রান্তিক অপর শ্রেণি হল নিম্নবর্গ। তাহলে ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে নিম্নবর্গের আনুষ্ঠানিক চর্চার সূত্রপাত ও তার সংজ্ঞায়নের পরেই কি ইতিহাস ও সাহিত্যের পাতায় নিম্নবর্গের উত্থান? তা নয়, বলাবাহুল্য। ঠিক যেমন ভাষার আগে ব্যাকরণ নয়, ঠিক তেমনই আমরা যাদের ব্রাত্য, অন্ত্যজ, প্রান্তিক, অপর, অবতলজন বলে জেনে এসেছি, তার যোগসূত্র কোনোভাবেই গ্রামশি ব্যবহৃত 'সাবঅলটার্ন'-এর সঙ্গে নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথ কথিত 'সভ্যতার পিলসুজ'রা চিরকাল সমাজের একদল অখ্যাত লোক হয়ে ছিলই। তারা বরাবর এই সচল সমাজের এক অনিবার্য উপাদান। তারা সবসময়ই ইতিহাসেও ছিল, সাহিত্যেও ছিল। পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' এর প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর নিম্নবর্গকে নতুন দৃষ্টিতে, নতুন চেতনা ও তত্ত্বের আলোকে দেখার অবকাশ পাওয়া গেল। এই অবকাশেই আমরা হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যকে আমাদের গবেষণার জন্য নির্বাচন করেছি। কারণ, তিনি অধুনা স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের জেলেপল্লির একজন জেলেসন্তান। জেলে জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা তাঁর রচনায় বারবার উঠে এসেছে। এখানে আমরা দেখতে চেয়েছি নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে সমাজের একজন তথাকথিত নিম্নবর্গের সাহিত্যিকের রচনা কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভে বর্তমানকাল অর্থাৎ ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হরিশংকর জলদাসের নিম্নবর্গকেন্দ্রিক উপন্যাস-ছোটোগল্পের ('জলপুত্র', 'দহনকাল', 'কসবি', 'রামগোলাম', 'মোহনা', 'অর্ক', 'একলব্য', 'সুখলতার ঘর নেই', 'প্রস্থানের আগে', 'কুন্তীর বস্ত্রহরণ' এবং 'গল্পসমগ্র ১', 'গল্পসমগ্র ২') মধ্য দিয়ে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-চর্চিত নিম্নবর্গীয় চেতনাকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি।

বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভের উদ্দেশ্য ও বিশ্লেষণকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য সমগ্র কাজটি হরিশংকর জলদাসের নিম্নবর্গ-প্রধান কথাসাহিত্যের নিরিখকে অনুসরণ করে অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের গবেষণার বিশ্লেষণকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি। গবেষণা করাকালীন বিষয় অনুসারে আলোচ্য অধ্যায়ের শিরোনামকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবর্তন করা হয়েছে। সমগ্র গবেষণা-সন্দর্ভটিকে ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে আলোচনা করেছি।

প্রথম অধ্যায় :

নিম্নবর্গ : ইতিহাস ও তত্ত্বের সন্ধানে

প্রথম অধ্যায়ে আমরা নিম্নবর্গ ও নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার উৎপত্তি, ভারতবর্ষে এর সূচনা, ক্রমবিকাশ ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে এই অধ্যায়ে। এখানে আমরা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি, নিম্নবর্গ বলতে কী বোঝায় এবং কারা এর আওতাভুক্ত। পাশাপাশি তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, চেতনা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায় :

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনার রূপরেখা

আমরা এই অধ্যায়ে স্বাধীনতা উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থান ও উত্থানের সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটি সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি। যেহেতু অতীতকে না জানলে বর্তমানকে জানা সম্ভব নয়, সেহেতু প্রাচীনসাহিত্য থকে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। স্বাধীনতা-উত্তর কালখণ্ডকে বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে বলা যায় বাংলা কথাসাহিত্যের কালখণ্ড দীর্ঘ। এই দীর্ঘ কালখণ্ডের বিচারে নিম্নবর্গকে দেখতে হলে আমরা আলোচনার মূল লক্ষ্য থেকে সরে যেতে পারি, সুতরাং আমাদের এমন একটি কালখণ্ড নির্দিষ্ট করতে হয়েছে যা গবেষণার মূলসুরকে অনুসরণ করে। তাছাড়া এই দীর্ঘ কালখণ্ডের নিরিখে নিম্নবর্গের অবস্থানগত আলোচনাটি একটি স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয় হয়ে উঠতে পারে বলে আমাদের মনে হয়েছে। তাই স্বাধীনতা উত্তর কথাসাহিত্যকে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তৃতীয় অধ্যায় :

হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে নিম্নবর্গ : আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে আর্থিক-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি দেখিয়েছেন অন্ত্যজ শ্রেণির সংগ্রাম ও উত্থানকেও। আমরা জানি একদল নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চাকারী দেখিয়ে এসেছেন নিম্নবর্গের কোনো রাজনৈতিক সচেতনতা নেই। হরিশংকর জলদাস-এর কথাসাহিত্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমরা এই সিদ্ধান্তের সত্যতা বিচার করার চেষ্টা করেছি। সমাজসৃষ্ট জাতপাত ও ধর্মীয় গোঁড়ামি লেখকের কলমে উঠে আসছে কি না এবং নিম্নবর্গ বলতে লেখক কি কেবল খেটে খাওয়া মজুরদের কথাই বোঝাচ্ছেন, না বিস্তৃত অর্থেই নিম্নবর্গকে তিনি লেখায় স্থান দিয়েছেন—সে বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়েছি।

চতুর্থ অধ্যায় :

হরিশংকর জলদাসের আখ্যানবিশ্ব : নিম্নবর্গের শোষণ ও বঞ্চনার বিবিধ রূপ

'উচ্চবর্গ'-এর অপর হিসাবে 'নিম্নবর্গ'-রা বরাবর পরিচিত হয়ে এসেছে। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে বর্ণের দিক থেকে মানুষ ছিল নিম্নবর্ণ, ঔপনিবেশিক যুগে শিক্ষার দিক থেকে মানুষ নিম্নবর্গ, আর উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে অর্থের দিক থেকে মানুষ নিম্নবর্গ। উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় শাসক-শোষিতের সম্পর্ক। আলোচ্য লেখক তাঁর সাহিত্য জগৎ তৈরি করেছেন প্রধানত নিম্নবর্গীয় মানুষদের নিয়ে। ফলে সেই সমাজেও নিম্নবর্গের মধ্যে তৈরি হয়েছে শাসক-শোষিতের পারস্পরিক অবস্থান। বিশেষ করে 'জলপুত্র' উপন্যাসে বর্ণিত জেলেগোষ্ঠীর মধ্যেই রয়েছে উচ্চ-নীচ বিভাজন। ফলে সেখানেও দেখা যায় শোষণের নানাবিধ চিত্র। সমাজে শোষণের মূলত যে দ্বিবিধ রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়—সেই বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আলোচ্য অধ্যায়ে। পুরুষের ওপরে যদি মহাজনদের শোষণ চলে তাহলে মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে অবহেলিত ও অবদমিত করার প্রয়াস।

পঞ্চম অধ্যায় :

হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্ব : নিম্নবর্গীয় চেতনায় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বয়ান

ক্ষমতার সম্পর্কের একদিকে আধিপত্য থাকলে তার অপর প্রান্তে অবশ্যই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। কিন্তু পঞ্চম অধ্যায়ে দেখা গেল পরিস্থিতি ও ক্ষমতার প্রাবল্যের কাছে প্রতিরোধ কেন, কোনো

প্রতিবাদ স্বরূপ প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত লক্ষ করা যায়নি। নিম্নবর্গের এই একান্ত অনুগত জীব হয়ে দৈনন্দিন অধীন জীবনযাপন নিম্নবর্গের নিম্নবর্গত্বকে যেমন স্পষ্ট করে তেমনই এই নিষ্ক্রিয়, ভীরুতা ও প্রতিবাদহীনতাই একটা সময় পরোক্ষভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতেও সাহায্য করেছে। পাশাপাশি নিম্নবর্গের প্রতিবাদ ও সেই প্রতিবাদের ব্যর্থতার কথাও যেভাবে উঠে এসেছে তাতে কথাবিশ্বে ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা গিয়েছে। জলপুত্র, দহনকাল, কসবি, রামগোলাম, অর্ক, মোহনা, একলব্য প্রভৃতি উপন্যাসে ইতিহাস কথিত নিম্নবর্গের নেতিবাচক চেতনা হিসেবে প্রতিবাদী চেতনাকে ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে অনুধাবনের চেষ্টা আছে আলোচ্য অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায় :

হরিশংকর জলদাসের আখ্যানবিশ্ব ও নিম্নবর্গীয় চেতনা : সম্পর্কের সন্ধানে

ইতিহাস যিনি লেখেন তিনি যেমন একজন ব্যক্তি; একজন সাহিত্য স্রষ্টাও তেমনই একজন ব্যক্তি। তবে একজন ঐতিহাসিক যখন ইতিহাস লিখতে বসেন তখন তাঁর নিজস্ব কিছু দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করলেও, তিনি আশ্রয় নেন বহু প্রামাণ্য তথ্য, সত্য ও তত্ত্বের। কিন্তু একজন সাহিত্য স্রষ্টার কিন্তু সে দায় থাকে না। ইতিহাসের মধ্যে যে বাস্তব সত্য উঠে আসে, তা অনেক ক্ষেত্রেই সাহিত্যে উঠে আসে না। কারণ সাহিত্য শিল্পকলা, আর ইতিহাস চরম বাস্তব। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গিগত তফাৎ থেকেই একজন ঐতিহাসিক যেভাবে নিম্নবর্গকে আবিষ্কার করবেন একজন সাহিত্যিক হিসাবে নিম্নবর্গের আবিষ্কার কিন্তু সেরূপ হবে না। এই ভাবনা আমাদের বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভ তৈরির ওপর অনেক বেশি ক্রিয়াশীল। আমরা এ অধ্যায়ে অন্বেষণ করে দেখেছি নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাকারীরা নিম্নবর্গকে যেভাবে দেখেছেন, একজন সাহিত্যিক হিসাবে হরিশংকর জলদাস তাঁর আখ্যানে নিম্নবর্গকে সেভাবে দেখছেন কি না, বা নিম্নবর্গ নিয়ে তাঁর আখ্যানে নতুন কোনো দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা গিয়েছে কি না। মূলত নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে হরিশংকর জলদাস-এর কথাসাহিত্যকে ব্যাখ্যা করেছি আলোচ্য অধ্যায়ে।

পরিশিষ্ট :

আলোচ্য অংশে আমরা হরিশংকর জলদাস-এর ব্যক্তিগত জীবনপঞ্জি ও সৃজনবিশ্ব নিয়ে আলোচনার অবকাশ রেখেছি। পাশাপাশি হরিশংকর জলদাস অর্জিত বিবিধ সম্মাননার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং সাক্ষাৎকার এই অংশে তুলে ধরা হয়েছে।

উপসংহার :

উপসংহারে পৌঁছে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির আলোচনার প্রেক্ষিতে সামগ্রিক সিদ্ধান্তে পৌছনোর চেষ্টা করেছি। সংক্ষেপে বলা যায়, হরিশংকর জলদাস তাঁর কথাবিশ্বে নিম্নবর্গকে তুলে ধরেছেন একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ক্ষেত্রের মধ্যে। অর্থাৎ তথাকথিত জেলে, মেথর, পতিতা, কুমোর ইত্যাদি নিম্নবর্গীয় সমাজের মধ্যেই উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের বৈপরীত্যমূলক অবস্থান। ক্ষেত্র পরিবর্তনে ক্ষমতার পরিবর্তনের বিষয়টি সেভাবে কথাবিশ্বে উঠে আসেনি। নিম্নবর্গীয় সমাজের মধ্যেই তাঁর কথাসাহিত্যের সীমাবদ্ধতা। তাছাড়াও আলোচ্য কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধগুলি তাদের প্রতিশোধস্পৃহাকে সাময়িক সন্তুষ্টি দিলেও উচ্চবর্গের ক্ষমতার কাছে তা ব্যর্থ হয়েছে। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ আলোচিত কৃষক বিদ্রোহের নিরিখে উঠে আসা কৃষকের বিদ্রোহী চেতনার নেতিবাচকতা আসলে যে শুধু কৃষকই নয়, সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তা আমরা হরিশংকর জলদাসের আলোচ্য কথাবিশ্বের নিরিখেও অনুধাবন করলাম।